পিনাকী ঘোষ
ভৌতিক রসায়ন

সময়টা এমনই যখন মরে যাওয়ার জন্য বিকেলটা উদগ্রীব অথচ কফিনবাহক
সন্ধ্যার পাত্তা নেই কোনও
কথায় কথায় সিনেমার কারিগর কার্লোস বলল ওর জন্মশহর প্রশান্ত মহাসাগর লাগোয়া
জায়গাটাকে
অস্বস্তিজনকভাবে অতীন্দ্রিয় লাগে
বরং কলকাতা সে তুলনায় অনেক বেশি বাস্তব আর ইন্দ্রিয়পরবশ
বাস্তবতার আগে ওর ভূখণ্ডে খুব চালু যাদু শব্দটা বসানো যায় কিনা জিজ্ঞাসা করার
আগেই হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামল
আর অন্তঃকরণ পর্যন্ত ভিজে ঢোল কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমরা হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া
কথার খেই খুঁজতে
জমা জল ট্রাফিক জ্যাম হকারদের সম্মিলিত কোলাহল
এই সমস্তকিছুর মধ্যে দিয়ে নিশ্চুপ হেঁটে যাচ্ছিলাম কোনদিকে তার আজ আর
নিশ্চিত করে বলা মুশকিল
কেবল মনে পড়ছে একবার ও জানতে চেয়েছিল আমরা কোথায় আছি
তারপর ধর্মতলা শব্দটার সঠিক উচ্চারণ নিয়ে কার্লোসের নাজেহাল অবস্থার কথা
ভুলতে পারিনি আজও
ওর জিভ ধ-এর মতন ভারী উচ্চারণের উপযোগী নয় মোটেই
খানিকক্ষণ কসরত চালিয়ে ক্লান্ত কার্লোস পড়ল শব্দটার অর্থ নিয়ে
এবার আমার পালা
ওর ভাষায় যৎসামান্য জ্ঞান মানে থেকে থেকে ভয়ংকর রূপ-ধারণ করা আমার
অল্পবিদ্যা নিয়ে
আমি লেগে পড়লাম
তাতে শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়াল তা হল ধর্ম থাকে পুকুরের তলায়
কারণ তলা শব্দের উৎসে নাকি তালাও বা জলাশয়-এর অধিষ্ঠান
ব্যাপারটা সেই অস্বস্তিকর অতীন্দ্রিয়তার কোলেই শেষ পর্যন্ত ঢলে পড়ছে দেখে
ও কেমন গুম মেরে গেল
আমিও যুক্তিকাঠামোর ওপর অর্থমীমাংসাকে আপাতত দাঁড় করানোর চেষ্টায়

কিছুটা আমতা আমতা করে হলেও শরণাপন্ন হলাম
রূপকথার
আর তাই না চাইলেও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুকালীন আর্তনাদের খানিকটা ছিটে
লেগে রইল আমার ব্যাখ্যায়
কেননা সরোবরের তলদেশে নিভৃত কৌটোয় বহু যত্নে সংরক্ষিত রাক্ষসের
প্রাণভোমরাকে
গলা টিপে রাজকন্যা উদ্ধারের কাহিনি
ছেলেবেলায় ঘুম পাড়াতে ঠাকুমা যেটা প্রতি রাত্রে ঝুলি থেকে বার করত
ফেঁদে বসলাম এতদিন পর
ভাবলাম হাঁপ ছাড়ল
কিন্তু এই দেশে তো বটেই এমনকি এই মহাদেশে প্রথম আসাজনিত কৌতূহল ওর
উসকে উঠল আরও
রাক্ষস আধুনিক সন্ত্রাসবাদীর আদিকল্প কিনা সেই প্রশ্ন ভাসিয়ে দিল হাওয়ায়
ওর মহাদেশে মাদকব্যবসা নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক উত্থানপতনে আতঙ্কবাদের
বাড়বাড়ন্তের ওপর
পরের কোনো সিনেমায় এখানকার রক্তাক্ত রূপকথাকে
পর্দা জোড়া ক্রস কালচারাল ডিসকোর্সের নমুনা হিসেবে তুলে ধরে
আন্তর্জাতিক দর্শকদের কীভাবে তাক লাগিয়ে দেওয়া যায়
তাই নিয়ে সশব্দে চিন্তা করতে শুরু করল
আমি পড়লাম নতুন সমস্যায়
ধর্মকে রূপকথার না রূপকথাকে ধর্মের উচ্চতায় টেনে তুলব না নামাব ভাবছি
আর ও সেই ফাঁকে রাজকন্যার প্রসঙ্গে পাড়ল রাজতন্ত্রের কথা
সেসব তো বহুকাল চুকেবুকে গেছে এমনকি বিলুপ্ত রাজন্যভাতাও
তাহলে ধর্মের ষাঁড়চরা আর রূপকথার ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীওরা এদেশের সমাজবাস্তবতার
আর্থনৈতিক লক্ষণ কী জানতে চাইলে আমি আবার ফ্যাসাদে পড়লাম
কেননা অল্প কথায় এর কোনো উত্তর নেই এবং বিষয়টা বিতর্কিত
এমনকি রোজ বাজার করার সময় আকছার মুখ দিয়ে বেরোনো
আধা সোয়া
পৌনে
এইসব ওজন নির্ধারক শব্দগুলো এই প্রসঙ্গে
হামেশাই জ্যান্ত অথচ দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে

আধা সামন্ততান্ত্রিক না পৌনে পুঁজিবাদী না সোয়া ঔপনিবেশিক
বিতর্কের ঘোলাজলে যার যার পছন্দ মতন সিদ্ধান্তের মাছ ধরার গল্প ফেঁদে
আলাদা আলাদা দলবাজির পক্ষে যুক্তি পেশের আত্মছলনার মন্ত্র বিপ্লবজীবীরা
বিপ্লব ব্যাপারটাকেই প্রায় অলস মায়ার স্তরে চালান করে দিয়ে
বাতাসে বিসর্জন দেওয়ার জন্য তত্ত্বের চিরুনিতে যত্নে আঁচড়ানো রাষ্ট্রের চুলচেরা
চরিত্র বিষয়ক
কত যে প্লেনাম কত জি বি কত কংগ্রেস কত কনফারেন্স
কী যে বলি
ততক্ষণে গা ঘেঁষে দাঁড়াল সন্ধ্যা
আলো উপচে পড়া রাস্তায় জমে থাকা বৃষ্টির জলে আমাদের চলিষ্ণু ছায়ার দিকে
তাকিয়ে
অনেকদিন আগে পড়া কবিতার কটা পংক্তি হঠাৎ বেরিয়ে এল মুখ থেকে
মে বি এন ফুগাস রেফ্লেহো/মিরান্দো দেসদে আফুয়েরা/আল সে কে বিবে দেনত্রো...*
পরস্পরের সান্নিধ্যে তৈরি নৈঃশব্দ্যের মাথার ওপরে যেন ধ্বনি দিয়ে গড়া একটা
চাঁদ উঠে এল
কার্লোস চাইল আমার দিকে
নিজের ভাষায় এক কবির অনুভব একজন ভিনভাষীর মুখে শুনে
কমবেশি কুড়ি হাজার কিলো মিটার দূরের কোনো জলহাওয়ায় বেড়ে ওঠা
ওর বিস্ময়বোধ
যে
প্রচণ্ড বিষম খেয়েছে তা চোখেমুখেই পরিষ্কার
আর নীরবতার আগল ভাঙার আওয়াজ আমি স্পষ্ট শুনলাম
ওর অতীব সরল জিজ্ঞাসায় — তোমাদের ভাষায় এর কাছাকাছি কিছু আছে?
ওরে পাগল আমার পরম্পরায় দর্শন শব্দটার ব্যঞ্জনা কী করে বোঝাই
নিছক চেয়ে থাকাকে চেতনার পাদপীঠ থেকে চৈতন্যের উচ্চতায় তুলে
ধরার ব্যাপারটা
ওর ঐতিহ্যে কতখানি প্রাসঙ্গিক আমার জানা নেই তাও নিজেকে চেনার মধ্যে বিশ্বকে
জানার
অথবা উল্টোটার প্রসঙ্গ পাড়লাম
ও কী বুঝল কে জানে
এইরকম সমস্যায় পড়লে আর পাঁচজনায় যা করে কার্লোসও তাই করল

সিগারেট ধরাল

আর স্মৃতির কফিনবাহক ওই সন্ধ্যাটা

আচমকা কোথায় যে

উবে গেল

কার্লোসের ছাড়া এক মুখ ধোঁয়ায় কমবেশি বছর বাইশ আগে ভাসতে ভাসতে

*Me vi en fugaz reflejo/ mirando desde afuera/al ser que vive dentro (হোর্হে কাররেরা আনদ্রাদে/একুয়াদোর ১৯০৩-১৯৭৮) : অপসৃয়মান প্রতিফলনে নিজেকে দেখলাম/তাকিয়ে রয়েছে বাইরে থেকে/সত্তা অভিমুখে যেটা বাস করে অভ্যন্তরে...